R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
৩০শে জুলাই, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে জলের মাত্রা বৃদ্ধিতে বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে জলের মাত্রা বেড়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। প্রতিদিন যে হারে জল বাড়ছে তাতে সুতী থানার লক্ষ্মীপুর, নুরপুর প্রভৃতি গ্রাম অচিরেই বন্যার জলে প্লাবিত হবার আশঙ্কা আছে বলে খবর আসছে। সুতীর পবণচোয়া গ্রামেও জলের মাত্রা বেড়ে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। ওদিকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গিরিয়া এবং ময়ার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতেও জল ঢুকে পড়েছে। জানা গিয়েছে সুতী, অরঙ্গাবাদ এবং জঙ্গিপুর বিধানসভার সদস্যরা জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। মহকুমার বন্যাত্রাণ সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত অফিসার দীপক ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদের সংবাদদাতাকে জানান, মহকুমার সর্বত্র বন্যার আশঙ্কা নাই। যদি বন্যা দেখা যায় তবে তার জন্য তাঁরা প্রস্তুত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও জানান, সুতী ১নং ব্লকের বেশীর ভাগ অঞ্চল ফল্গু ও ফিডার ক্যানেলের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কাতরোক্তি ঃ কষ্টের শেষ নেই, কর্তারাও উদাসীন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সীমাহীন কষ্টের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের মত দিন গুজরান করছেন জঙ্গিপুর মহকুমার সশস্ত্র পুলিশের সত্তর জন কনষ্টেবল। ঘর নেই, খাট নেই, পায়খানা নেই। মুখে নেই প্রতিবাদের ভাষা। নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী ইউনিয়ন সব দেখে শুনেও নীরব। তাঁরা নিজেদের মধ্যেই খেয়োখেয়ি করে চলেছেন। এ অভিযোগ সশস্ত্র বাহিনীর বেশ কয়েকজনের। মহকুমায় জরুরী ভিত্তিতে রঘুনাথগঞ্জ সাবট্রেজারীতে সত্তর জন সশস্ত্র পুলিশকে পোষ্টিং-এ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় নূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়নি। তিরিশ জন মত পুলিশ তাঁদের অস্থায়ী ব্যারাকে থাকেন কুকুর-বেড়ালের মত ঘরে, বারান্দায় পড়ে। বাকীরা থাকেন শহরের বিভিন্ন অংশে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আটজন ডাকাতসহ স্বর্ণব্যবসায়ী হাজতে

অরঙ্গাবাদ, ৩০ জুলাই—সুতি থানার আহিরণে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনাকে মামুলি চুরি হিসেবে থানায় লিপিবদ্ধ করায় জেলা পুলিশ সুপার সুলতান সিং সুতি পুলিশকে ভৎর্সনা করেন। এর পরপরই ডাকাতির সূত্র ধরে পুলিশী তদন্তে ঐ এলাকার ৮ জন কুখ্যাত ডাকাত পাকড়াও হয়েছে। একই সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জের এক বড় স্বর্ণব্যবসায়ী উমাশংকর বড়াল ওরফে মঙ্গলকেও পুলিশ শনিবার গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গল বড়াল এই নিয়ে কয়েক মাসের ব্যবধানে পুলিশের হাতে দু' দুবার গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহিরণের বিমল দাসের বাড়িতে ১৪ জুলাই রাত্রিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে একটি বন্দুক, আট ভরি সোনার গহনা ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে পালায়। সুতি পুলিশ নিজেদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্দুক সোনা টাকাসহ দুই ডাকাত গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ, ২৮ জুলাই—এক হাজার টাকা নগদ, দেড় হাজার টাকার সোনা ও দুটি বন্দুকসমেত দুই রেল-ডাকাত ২০ জুলাই রাত্রে নিমতিতা ষ্টেশনে রেলপুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ডাউন নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেনজারে সন্দেহজনকভাবে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে রেলপুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।

ডাকাত হত ঃ পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে জানা গেছে, একই দিনে সামসেরগঞ্জের খেজুরতলার কাছে গণ-প্রহারে এক জন ডাকাতের মৃত্যু ঘটেছে।

শহরে চুরি ঃ গতকাল রাত্রে রঘুনাথ-গঞ্জ শহরের দরবেশপাড়া পল্লীর এক মনোহারী দোকানে দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। দুর্বৃত্তরা পেছন-দিকের দরজা ভেঙ্গে প্রায় হাজার তিনেক টাকার সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। এই নিয়ে ওই পাড়ায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধানের পদত্যাগ দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি তেঘরী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রভাত সিংহ রায়ের পদত্যাগের দাবীতে এক বিক্ষোভ মিছিল বেরোয়। এই মিছিলের আয়োজন করেন সি পি এমের স্থানীয় কমিটি। মিছিলে সংশ্লিষ্ট প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং বামফ্রন্টবিরোধী চক্রান্তের অভি-যোগ আনা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঐ অঞ্চল প্রধান বামফ্রন্টের এক শরিক আর এস পির দলভুক্ত।

আইনজীবী আন্দোলন

গত ২৬ জুলাই—ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ইয়ারস এসোসিয়েশনের ডাকে সাত দফা দাবির ভিত্তিতে জঙ্গিপুর আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবীরা অবস্থান সত্যা-গ্রহ ও অনশনে অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের এই আন্দোলন সকাল ৮টায় আরম্ভ হয়, শেষ হয় সন্ধ্যা ৬টায়। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ল' ইয়ারস এর পক্ষে সম্পাদক যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী বলেন, তাঁরা রাজ-নৈতিক কোন সংস্থার সঙ্গে জড়িত নন। তাঁরা তাঁদের আন্দোলন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পারঘাটায় অব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার দু'টি ঘাট সদরঘাট এবং ডোমশাড়া ঘাট নীলামের ইস্তাহার অনুসারে '৭৯ এর ১ জুন হতে '৮১ এর ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত দশ মাসের জন্য ডাক হয়। পারাপারকারী জনসাধারণ সুযোগ-সুবিধার জন্য শর্তারোপণ করা হয়। ইস্তাহারের শর্ত অনুসারে পারঘাটের উভয় পার্শ্বে পারানির তালিকা ঝুলান, সদরঘাটে সকল সময় পাঁচখানি বড় নৌকা এবং গাড়ীঘাটে এগারখানি বড় নৌকা চলাচলের ব্যবস্থাবলম্বন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রফেসনাল ট্যাক্সের ফরম পণ্ডিত ষ্টেশনারসে পাওয়া যাচ্ছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

উত্তর মাধ্যমিক শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। দুই লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী বিভিন্ন বিভাগে কৃতকার্য হইয়াছে। এখন সফল ছাত্রছাত্রীরা চারিদিকে ছুটিয়াছে ভর্তি হইতে। কেহ চায় কোন টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে, কেহ চায় উচ্চতর মাধ্যমিক অর্থাৎ ১১শ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে।

কলিকাতাস্থ ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম বিভাগে পাস ছাত্রছাত্রীও নির্বিচারে গ্রহণ করে না। নানা ঝাড়াই-বাছাই করিয়া ভর্তির ব্যবস্থা হয় সেখানে। মফঃস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে স্থান করিয়া লইতে হয়। ভর্তির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অভিভাবক ও তদীয় সন্তানদের স্বস্তি নাই।

কিন্তু ১১শ শ্রেণীতে ভর্তি হইলেই যে সমস্যা মিটিয়া যায় তাহা নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগোত্তীর্ণ ছাত্র বা ছাত্রীরাও ১২শ শ্রেণীর পরীক্ষায় আশানুরূপ ভাল ফল করিতে পারিতেছে না। তবে কি তাহারা এই দুই বৎসরে খারাপ হইয়া যাইতেছে? ভাবনার কথা।

সমস্যা যেখানে তাহা এই যে এই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমাপ্তি আজিও হয় নাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এতদিনেও সর্বভারতীয় স্তরে জাতীয় শিক্ষানীতির স্থির রূপরেখা এখনও হয় নাই। এই রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাধারার মধ্যে একটা গ্রেডেশন নাই। যাহার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষান্তে উচ্চতর মাধ্যমিকের দুরূহ শিক্ষার ফল ভাল হইতেছে না। ফলে ১২শ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রচুর অকৃতকার্য ছাত্র বেকারের সংখ্যা বাড়াইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষান্তে সাধারণ মেধার ছাত্রদের অন্য কোন বিকল্প পথও কিছু নাই। কাজেই দুরবস্থার শেষ কবে হইবে, কে জানে!

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মমতাজ প্রসঙ্গে

২ জুলাই তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'মেয়ের মা গাঁ ছাড়া, বাবা গাছতলায়' শীর্ষক সংবাদটি ঠিক নয়। প্রকৃত তথ্য এই যে, থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন রাণীনগর সাকিমের আব্দুল ওরফে আবদুস সাত্তারের কন্যা মমতাজ ওরফে রকেট খাতুনের সহিত মহম্মদীয় সারানুসারে রাণীনগর গ্রামের মুস্তাজ আলি বিশ্বাসের পুত্র গোলাব হোসেনের বিবাহ হয়। বিবাহের পর মমতাজ এবং গোলাব হোসেন উভয়ে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করার পরবর্তীতে মমতাজের দাদা আল্লারেখা ওরফে বাহাদুর এবং মা রোসনাই বিবি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনসহ গোলাব হোসেনের বাড়ী হইতে কয়েকদিন পরে পাঠাইয়া দিবার কথা বলিয়া মমতাজকে তাহারা লইয়া যায়। এবং বর্ত্তমানে উক্ত মমতাজের বাবা আব্দুল ওরফে আব্দুস সাত্তার, দাদা আল্লারেখা ওরফে বাহাদুর এবং মা রোসনাই বিবি দফরপুর রওজাপাড়া সাকিমের রোস্তুল সেখের পুত্র খালেক সেখের যোগসাজসে খালেক সেখ মারফৎ প্রভাবিত হইয়া উক্ত খালেক সেখের সহিত গোলাব হোসেনের বিবাহিতা স্ত্রী মমতাজ ওরফে রকেট বিবিকে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে এবং উক্ত খালেক সেখ মমতাজকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় মমতাজের পিতা, মাতা, দাদার সহযোগিতায় উক্ত খালেক সেখ তাহার দফরপুর রওজাপাড়া বসতবাড়ীতে মমতাজকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। মমতাজের স্বামী গোলাব হোসেন যাহাতে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ না হয় এবং মমতাজ তাহার নিকট ফিরিয়া আসে সে কারণে বহু চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে গোলাব হোসেন তাহার স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য আইন মোতাবেক চেষ্টা চালাইতেছে।

—মোঃ রাইসুদ্দিন সেখ, রাণীনগর।

দলীয় সংঘর্ষ, গুলি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ জুলাই—গতকাল এই থানার বড়শিমুল-দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামে দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের সংঘর্ষে লুঠতরাজ ও বোমাবাজি হয়। মহিলারাও লুঠতরাজে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশ এক রাউণ্ড গুলি চালায় বলে খবর।

রোহিণী ভাল আছে

পার্থসারথি ব্রহ্ম

সেরা বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে
পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়িয়ে অনেক দূরে
রোহিণী ভাল আছে॥
হিমালয় থেকে সুন্দর বনের গর্ব—
প্রযুক্তি বিদ্যার সার্থক প্রয়াস,
লোকসভার গদিআঁটা চেয়ারে
হাততালির শুভেচ্ছা বক্তৃতার চমক—
দূরের রোহিণী নিয়ে, যখন
কাছের রোহিণীদের বুকফাটা আর্তনাদ
বাগপত, হরিয়ানা, রায়পুর বিহার ঘুরে
বাংলার নিমতা থানার দেওয়ালে
কুনিস করছে,—রক্ষক যেখানে ভক্ষক॥
পৃথিবীর কক্ষে রোহিণী ঘুরছে—
টেলিসকোপিক ক্যামেরার লেন্সে,
পৃথিবীর অন্তরে রোহিণীরা কাঁদছে—
বুকের বে-আব্রুতে সব কিছু হারিয়ে,
তখন চারিপাশে বিষাক্ত সাপেরা
উষ্ণ নিশ্বাসের লকলকে জিভ নিয়ে
সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায়।
ভাষণ অসন্তুষ্ট মন্ত্রীমশাই—
এটা নাকি খুবই বাড়াবাড়ি
ধর্ষণে মাতামাতি সাংবাদিকদের॥
হায়রে, তোদের ঘরে মা বোন নেই?

পারঘাটায় অব্যবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করার কথা আছে। কিন্তু উভয় ঘাটের কোনটিতেও এ ব্যবস্থা নাই। জনসাধারণকে পারের কড়ি যথারীতি হজারাদারদের হাতে দিতে হয় কিন্তু ঘাটের নির্দিষ্ট নৌকায় চলাচলের সুযোগ তারা পায় না। অধিকাংশ সময় ফেরর অতিরিক্ত মাশুল গুণতে হয়। ফেরি নৌকার অতিমাত্রিক ভাড়ে ঘাটের নৌকা আছে কি নাই তা জানা যায় না বা দেখা যায় না। আর যদি বা দেখাও যায়, তার এপার হতে ওপারে ছেড়ে যাওয়ার শৈথিল্য, মর্জি এবং ঔদাসীন্য কর্মব্যস্ত পারাপারকারী যাত্রীদের এই দুর্দিনে অতিরিক্ত পয়সা খরচ করে ফেরি নৌকায় পার হতে বাধ্য করে। ঘাটের এই অব্যবস্থার প্রতি পুর কর্তৃপক্ষের কোন নজর আছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া মেলা বা উৎসবের দিনে উভয় ঘাটে সমান ভীড় হয়। যেমন ভীড় হয় চাষের এবং ধানকাটার মরশুমে যাত্রী সাধারণের—অথচ এদের নিরাপত্তার সঙ্গে যথাসময়ে পারাপারের জন্য বিশেষ অতিরিক্ত নৌকারও ব্যবস্থা থাকে না। পারাথীদের এ সময় দিনের পর দিন রাতের পর রাত ধান বোঝাই গাড়ি এবং গরু নিয়ে লাইন বেঁধে ঘাটের উপর বসে থাকতে হয়।

ঘাটের মাঝিদের সরকার নির্ধারিত সময় পর্য্যন্ত কাজ এবং মজুরিদানের বিষয়টিও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত বলে মনে হয়। উভয় ঘাটের পারাপারের অব্যবস্থা এবং উদাসীনতা সম্পর্কে চিঠি লিখে আমাদের দপ্তরে জানিয়েছেন রঘুনাথগঞ্জ টাউন ছাত্র পরিষদ (ই) এর আহ্বায়ক সিদ্ধার্থকৃষ্ণ নাথ। এ অভিযোগ ভুক্তভোগী বহু যাত্রীরও। প্রায়ই এ অভিযোগ তাঁরা করেন।

তাঁর সঙ্গে একদিন

বছর কয়েক আগে কলকাতায় পার্ক সার্কাসের স্বদেশী মেলার ঠিক আগের দিন তিন নম্বর ময়রা স্ট্রীট-এর দোতালার সিঁড়ির মুখে মহানায়কের দেখা পেয়েছিলাম। আমাকে এড়িয়ে যাবার আগেই বলে ফেলি, দেখুন দাদাঠাকুরের দেশের ছেলে আমি……, কথা শেষ হবার আগেই মুখটা ঘুরিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলেন, বলে ফেলুন। বলেই তিনি হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে আমার প্রতি সদয় হলেন। তবে সাক্ষাৎকার দেবার সময়ের বড়ো অভাবের কথা জানাতেও দ্বিধা করলেন না। কথা বলার সময় হয় অল্প কিছুক্ষণ—দাদাঠাকুর, গুমানী দেওয়ান নিয়ে কিছু কথা। দাদাঠাকুরের স্নেহধন্য তৎকালীন পুলিশ বিভাগের বোম্বে হিউম্যানেটি কেণ্ডাল পুরস্কার প্রাপ্ত হায়দার আলির ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে আমার পরিচয় জেনে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বাধা পান সুপ্রিয়া দেবী ও সোমার তাড়ায়। আমাকে উঠতে না বলেই যেতে যেতে বলেন—আর একদিন হবে ভাই, বড্ড তাড়া, বড্ড ব্যথা। কিসের ব্যথা? শিল্পী হিসাবে লোকের সঙ্গে খোলাখুলি মিশতে না পেরে, না বাংলা শিল্পের দুর্দিনের দিকে চেয়ে, না ভাল করে জগৎটাকে চিনতে জানতে না পারার জন্য? বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করার আগেই উনি চলে গেলেন। যেমন আজ চলে গেলেন মহাযাত্রার রথে; যে রথ আর মর্তলোকে নামবে না। তবু তিনি রয়ে গেছেন বাংলার উত্তমকুমার হয়ে ভালবাসার ফুল অঞ্জলি ভরে ছিটোতে ছিটোতে সব বিস্ময় সব জিজ্ঞাসার উর্ধ্বে নীরবতার বাণী নিয়ে।

—নুরুল হক

রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইউকো ব্যাঙ্কের ভূমিকা

আধুনিক যুগে কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের জন্য যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে, ইউকো ব্যাঙ্ক তার একজন অগ্রণী অংশীদার।

পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বৃটেন হ'তে আমদানীকৃত যে পাঁচটি গ্যাস টার্বাইন বসিয়েছে তার আংশিক বিনিয়োগকর্তা ইউকো ব্যাঙ্ক। এই ৫টি গ্যাস টার্বাইনের ২টি হলদিয়ায়, ২টি কালকাতার নিকট কসবাতে এবং ১টি শিলিগুড়িতে স্থাপন করা হয়েছে এবং এগুলতে বিদ্যুৎ উৎপাদনও আরম্ভ হয়েছে। প্রতিটি ইউনিট গড়পড়তা ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই পরিকল্পনায় ২৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে যার মধ্যে ১০ কোটি টাকা পঃ বঙ্গ সরকার ঋণ হিসেবে দিয়েছেন। বাকী টাকার যোগান দিয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। এই পরিকল্পনার রূপায়ণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রথম অগ্রণী ইউকো ব্যাঙ্ক ৪ কোটি টাকা ধার দিয়েছেন নামমাত্র সুদে।

'আরও বিদ্যুৎ, আরও সমৃদ্ধি' মন্ত্র-চরিতার্থ করতে ইউকো ব্যাঙ্ক সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন কলিকাতা বিদ্যুৎ পর্ষদের দিকেও। এই সংস্থার মূলাজোর ইউনিটের সম্প্রসারণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ইউকো ব্যাঙ্ক নিয়েছেন। এ ছাড়াও টিটাগড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রর জন্য ১ কোটি টাকার কার্যকরী মূলধন এবং বৃটেন থেকে মেশিনারী আনার জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার জামিন এই ব্যাঙ্ক দিয়েছেন। ১১৯ কোটি টাকা খরচে টিটাগড়ে স্থাপিতব্য এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের একটা অংশ সংগ্রহ করতে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করছেন। —প্রাপ্ত

বাগান বিক্রয়

জঙ্গিপুর ছোটকালিয়ায় ৺মহাদেব মজুমদারের দু'বিঘার একটি আমবাগান বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের ঠিকানা —সন্দীপ মজুমদার, ছোটকালিয়া, পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)।

প্রতিকার কি ?

ধুলিয়ান, ৩০ জুলাই—রতনপুর ডাক-বাংলা মোড় থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত পাকা রাস্তাটি দিনরাত্রির আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস লরি ও ঘোড়ার গাড়ী খেয়াল-খুশীমতো চলার ফলে প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটছে। দীর্ঘ কয়েক বৎসরে অনেক মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি প্রাণ হারিয়েছে বা হারাচ্ছে। তাছাড়া লরিতে বাসে, ঘোড়া গাড়ীতে সাইকেলে, লরিতে সাইকেলে সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা দৈনন্দিন ঘটে চলেছে। শহরের ভেতরে তো বটেই, বিশেষ করে বাস ও টাঙ্গা ষ্ট্যাণ্ডে এবং ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী চালকরা যে জুলুমবাজি চালিয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য ভুক্তভোগী সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। একটু বৃষ্টি হলে বা ট্রেন দেরীতে এলে তারা অন্যায়ভাবে বেশী ভাড়া আদায় করে থাকে। অপরদিকে যাত্রীদের সঙ্গে এক শ্রেণীর কোচোয়ানের আচরণ সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। ঘোড়াগাড়ী চালকরা যাদের সঙ্গে এ রকম অসদাচারণ করে থাকে তাঁরা সাধারণ মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্তের মানুষ। বেশীর ভাগ সময়ে তাঁরা একান্ত প্রয়োজনেই ঘোড়াগাড়ী চড়ে থাকেন। কেউই তাদের এই অসভ্য আচরণ থেকে রেহাই পান না। খালি গাড়ী দাঁড় করে রেখেও যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া-আসা তাদের অভিরুচি। সকলেই এর একটা বিহিত চান। ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যে যাত্রী বহন সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক করার দাবি জানানো হচ্ছে।

ক্ষেতমজুর প্রশিক্ষণ শিবির

চলতি খারিফ মরশুমে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ভারত-জার্মান সার প্রকল্পের উদ্যোগে ক্ষেতমজুরদের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রতি শিবিরেই ২৫ জন করে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের আধুনিক চাষ-বাসের কলা কৌশল ও যন্ত্রপাতি চালানো হাতে কলমে শেখানো হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষেতমজুররা তাদের দক্ষতা আরও বাড়িয়ে তুলবে ও সর্বোপরি মাঠে আধুনিক কলা-কৌশলের ব্যাপকতা বাড়বে। জেলায় ক্ষেতমজুরদের প্রশিক্ষণ এই প্রথম করলেন ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প। —প্রাপ্ত

কন্যা নয় জয়শ্রী

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ জুলাই—গত সংখ্যায় প্রকাশিত মহকুমার সেরা ছাত্রছাত্রী প্রসঙ্গে জানা গেছে মহকুমায় মেয়েদের মধ্যে ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী জয়শ্রী দাস (৭৬২) নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন। গত সপ্তাহের পত্রিকায় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কন্যা মুখার্জীকে (৭৩৮) মহকুমার সেরা ছাত্রী বলে প্রকাশ করা হয়েছিল। সংবাদে আরও জানা গেছে, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এ বছর ৬০ জন পরীক্ষার্থীনীর মধ্যে ৫১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশের হার পঁচাশি শতাংশ। ভুলবশতঃ গত সপ্তাহের পত্রিকার তিরানব্বই শতাংশ প্রকাশ করা হয়েছিল।

সার প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১৬ জুলাই বহরমপুরস্থিত এগ্রো-মেকানিকাল এর কনফারেন্স হলে ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগে সার ব্যবসায়ীদের একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা এস চৌধুরী। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের মুখ্য কৃষিবিদ্ সুনীল রায়, জেলা কৃষিবিদ্ মনোজ সরকার ও সহ-কৃষিবিদ্ এস পি সিং প্রমুখ, সদর মহকুমা কৃষি আধিকারিক বারীন্দ্র গাঙ্গুলী, হিন্দুস্থান সার সংস্থার কৃষিবিদ্ প্রভাতকুমার বসু ও এরিয়া ম্যানেজার এ বি রুদ্র। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩৫ জন ব্যবসায়ী যোগদান করেন। সার ব্যবহার এবং সারের বণ্টনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। —প্রাপ্ত

হোষ্টেল-মাঠ বিক্রির প্রস্তাব

জঙ্গিপুর, ২৬ জুলাই—সম্প্রতি জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত পরিচালন সমিতির এক সভায় শিক্ষকদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। লালগোলা মহারাজার দানস্বরূপ স্কুলের হিন্দু হোষ্টেল এবং ম্যাকেনাঞ্জি পারকে স্কুলের খেলার মাঠ বিক্রী করে স্কুলের ফাণ্ড মজবুত করার প্রস্তাব করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্তমানে নাকি হিন্দু হোষ্টেলে কোন ছাত্র থাকে না।

শিক্ষিকা চাই

সাগরদীঘি গার্লস হাই স্কুলের জন্য একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত বি এ/এম-এ (ডেপুটেশন ভ্যাকান্সি, ডিগ্রি কোর্সে ইতিহাস, ভূগোল থাকিতে হইবে) এবং একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত বি-এসসি/এম এসসি মহিলা শিক্ষিকা চাই। ৮-৮-৮০ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট প্রত্যয়িত মার্কশীটসহ পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

Wanted one trained B. A. and one trained B. Sc. (Bio, with Physiology) scheduled caste/scheduled tribe teachers in additional posts on pay scale as per G. A. rules for Raghunathganj High School, P. O Raghunathganj, Dist. Murshidabad. Apply to the Secretary with attested copies of scheduled caste/scheduled tribe certificates by 18 8. 80.

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্মরোগের মহৌষধ
চন্দ্র-মালতী (R)
(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং এ, এল ৩৯৪-এম)
নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
সেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়।

ডেণ্টাল হল
পোঃ সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ)
ডাঃ ডি, কে, প্রামাণিক
(ডেণ্টাল সার্জেন)
এখানে দাঁত তোলা ও বাঁধান হয়।

মৎস্যচাষী দিবস

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ জুলাই—জঙ্গিপুর পুরসভা ভবনে আজ মহকুমা মৎস্যচাষী দিবস উদ্‌যাপন ও এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞ আবুল ফজল জানান, সারা জেলায় পুকুর, খাল, বিল নিয়ে ১০ হাজার একরে মাছ চাষের ব্যবস্থা আছে কিন্তু জেলার চাষীদের মাছ চাষে অনীহা কেন তিনি বুঝতে পারছেন না। সভায় উদ্বোধক হিসাবে মহকুমা শাসক উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন হাজী লুৎফল হক, সত্যব্রত ঘোষাল, মিহিররঞ্জন পত্রনবীশ। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মোঃ সোহরাব। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০০ জন মৎস্যচাষী সভায় যোগদান করেন।

বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জলে ডুবে। যদি এর উপর বৃষ্টি এবং পাহাড়ী জল নামে, তবে সুতীতে বন্যার আশঙ্কা আছেই। আবার অন্য দিকে পদ্মার ভাঙন, বর্ষা এবং বন্যার জল অন্য জায়গা হতে আসে তাহলে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের নিম্নভূমি অঞ্চল প্লাবিত হবার সম্ভাবনা আছে।

স্বর্ণব্যবসায়ী হাজতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অক্ষমতা ঢাকতে এই ডাকাতির ঘটনাকে মামুলি চুরি বলে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। জেলা পুলিশ সুপার ঘটনার কথা জানতে পেরে আহমদে ছুটে আসেন এবং পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হন। পুলিশ সুপার কঠোর ভাষায় ডাকাতির রহস্যানুসন্ধানে সুতি পুলিশকে তৎপর হতে নির্দেশ দেন। এর পরেই পুলিশ তৎপর হয় এবং তদন্ত চালিয়ে খবর লেখা পর্যন্ত ৮ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। এক ডাকাতের বাড়ি থেকে অপহৃত বন্দুক ও লুণ্ঠিত কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। ডাকাত দলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী নিমতিতার এক লাইসেন্সবিহীন স্বর্ণব্যবসায়ী লক্ষ্মণচন্দ্র দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। লক্ষ্মণ দাস পুলিশকে জানান, ডাকাতির লুণ্ঠিত সোনা রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গল বড়ালকে বিক্রী করা হয়েছে। এই সূত্র ধরে পুলিশ ২৬ জুলাই দুপুরে মঙ্গল বড়ালকে গ্রেপ্তার করে। খবরে প্রকাশ, নিমতিতার স্বর্ণব্যবসায়ীটি নাকি সাড়ে তেত্রিশশো টাকায় লুণ্ঠিত সোনা রঘুনাথগঞ্জে বিক্রী করেন। মঙ্গলবাবুকে সুতি পুলিশ হাজতে রাখা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, মঙ্গল বড়ালকে কিছুদিন আগে চোরাই স্বর্ণালঙ্কার কেনার অভিযোগে সাগরদীঘি পুলিশ একবার গ্রেপ্তার করে। রেল পুলিশেরও সন্দেহ সাম্প্রতিককালের কয়েকটি ট্রেন ডাকাতিতে লুণ্ঠিত সোনার গয়না কেনাবেচার সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জের দু'জন স্বর্ণব্যবসায়ী জড়িত। এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চলছে।

কর্তারাও উদাসীন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাড়াবাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এদের একত্রিত করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না। নিয়মানুযায়ী ব্যাংক ও ট্রেজারীর জন্য ১৬ জন সশস্ত্র পুলিশ প্রতিদিন প্রয়োজন। পালাক্রমে ডিউটি দিতে অন্ততঃ চল্লিশ জনকে ব্যারাকে থাকতেই হবে। অথচ থাকার জায়গা নেই। পায়খানারও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশবাহিনীর পক্ষ থেকে বার বার কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কোন ফল হয়নি। সশস্ত্রবাহিনীর অভিযোগ, ব্যারাক নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে না। পরিবেশ ক্রমশঃ দূষিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলছে কিন্তু স্থানীয় কর্তা দেখেও দেখছেন না। এ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ট্রেজারী সংলগ্ন পূর্বতন ষ্টেট ব্যাংকের ঘরটি খালি পড়ে রয়েছে। সেখানে সশস্ত্রবাহিনীর লোকদের থাকার ব্যবস্থা হলে স্থানাভাব দূর হবে। সম্প্রতি স্থানীয় বাজারে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে এই ব্যারাকে বেশ কিছু ফ্যান লাগানো হয়েছে। বিলের টাকা চার মাস ধরে আটকে রয়েছে কর্তাদের খামখেয়ালের দরুণ ফ্যানের মালিক অসছে মাসেই ফ্যান খুলে নিয়ে যাবার হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

আইনজীবী আন্দোলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গণতান্ত্রিক প্রথায় চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী। জঙ্গিপুর ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আদালতের সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে বলে আইনজীবীরা জানান। অবস্থান, অনশন ও সত্যাগ্রহে ৭০ জন আইনজীবী অংশ নেন।

শহরে চুরি ঃ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একাধিক চুরির ঘটনা ঘটল। গ্রেপ্তারের খবর নাই।

গ্রামে বোমা ঃ সাগরদীঘির জেলা পরিষদ সদস্য সি পি এম এর গিয়াসুদ্দিন মিরজার হরহরি গ্রামের বাড়ীতে বোমা পড়ে। এ ব্যাপারে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

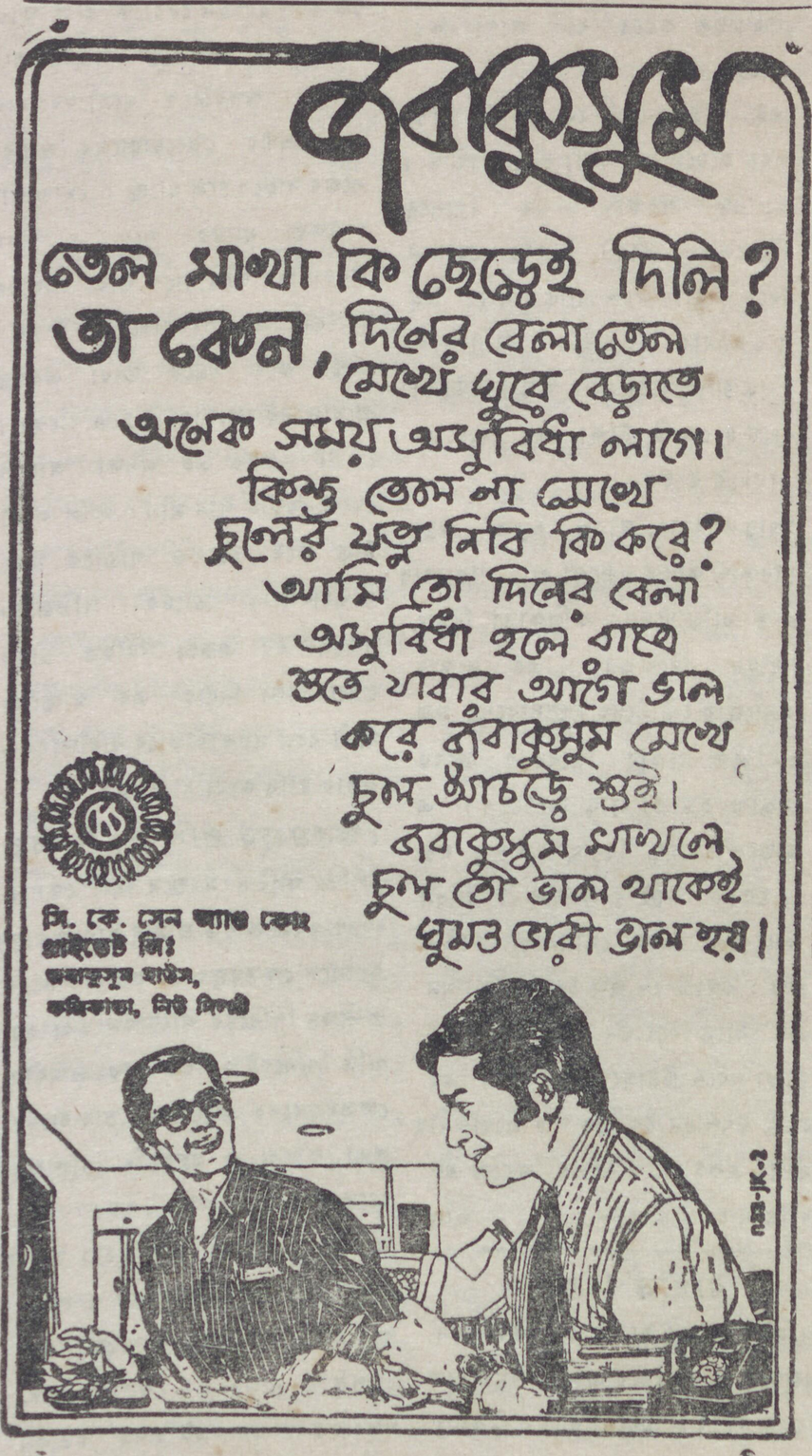

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত